মা কে মনে পড়ে

অজয় দাশগুপ্ত

উপনিষদে মৃত্যুকে আনন্দ স্বরূপ আখ্যা দেয়া হয়েছে। শরীরকে তুলনা করা হয়েছে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডের সাথে, ফলে জীর্ণ ও পুরাতন হয়ে থাকলে তাকে ত্যাগ করাটাই শ্রেয়ঃ। তারপরও যে কোন মৃত্যুই শোকাবহ।

আঠারই অক্টোবর ভোর রাতে খবর পেলাম মা নেই। সকাল সাধারণতঃ প্রসন্নতা আর সজীবতার সময়। কিন্তু এই ভোরবেলাটিকে মনে হচ্ছিল অখিল বন্ধু ঘোষের কিংবদন্তীতূল্য গানের কথার মত 'এ কোন সকাল, এ-যে রাতের চেয়েও অন্ধকার / একি পাখির কূজন নাকি হাহাকার?'

প্রবাসী জীবনের অমোঘ নিয়তি অথবা অভিশাপ নিঃসঙ্গতা। সাধ থাকলে, আন্তরিকতা থাকলেও সাধ্য নেই, যে মানুষ দৌড়ে আসবে। অতএব একান্ত পরিবার আর আত্মবল'ই ভরসা। কা'র শরণাপন্ন হব? কি ভাবে শোক তাড়িয়ে শুরু করব প্রাত্যহিক জীবন যাপন? এক দিকে দেশে মা চিরনিদ্রায়, অন্য প্রান্তে সর্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র হিসেবে ধর্মীয় আচার বিশেষতঃ মুখাগ্নির মত কাজের গুরু-ভার। চাইলেই তো আর উড়াল দেয়া সম্ভব নয়।

গুরুদের রবীন্দ্রনাথকেই মনে পড়ল আমার। আশি বছরের জীবনে কতবার কত ছলে মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেছে। জীবন বোধের গভীর থেকে তুলে দিয়েছে দর্শনের অজস্র মুক্তো রাশি। ছেলেবেলায় মা, অতঃপর পত্নী, বন্ধু ও প্রিয় সখী বৌদি, কন্যা, পুত্র একে একে সবাই ছেড়ে গিয়েছে তাঁকে। মহাভারতের অর্জুনের মত কর্তব্যও দায়িত্ব থেকে এক চুলও নড়ে আসেন নি। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, শোকে অবিহ্বল আর কর্তব্যে স্থির, এই তো রবীন্দ্রনাথ। যিনি জগদীশ বসুকে লিখেছিলেন, 'জাতির দুঃখ দূর্দশা শোকও দৈন্যে নিজের পুত্রের শোক কে বড় করে দেখাটা ন্যায় মনে করেন না।'

বেলা বাড়তে বাড়তে সূর্যতাপের মত দিন ও যেন তেজী হয়ে উঠল। স্থির হয়ে গেল দেশে যাবার দিন ক্ষণ। রাত নামতে মা'র শেষকৃত্য শেষ হবার কথাও পেয়ে গেলাম। পরিণত বয়সের মৃত্যু বটে, তবু মনে হতে লাগল মাটি সরে গেছে। মৃত্তিকা যেন ধারণ করছে না আমার অস্তিত্ব।

স্বর্গ, মর্ত্য, ইহলোক পরলোক জানি না। হাজার বছরের পুরনো সংস্কারও খুব টানেনা আমাকে। আমার বিশ্বাস নচিকেতার গল্পে। যেখানে যমরাজ শিশু নচিকেতাকে ঈশ্বর ও মৃত্যুর আনন্দ রুপ দর্শন করিয়েছিলেন। মনে পড়ল গায়ক নচিকেতার গানটিও, 'একলা মানুষ মাতৃগর্ভে, একলা মানুষ চিতায় / মধ্যখানের কিছুটা সময় / একলা না থাকার অভিনয়।'

আমরা কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাব দূরহ এই সব প্রশ্নের উত্তর আকাক্ষাই দর্শন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি। ফলে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত বা স্বর্গ নরকের পরিবর্তে আমার বিশ্বাস কর্ম ফলে। আমার মায়ের রেখে যাওয়া শিক্ষা সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। শুধু অক্ষর জ্ঞান আর সামান্য বিদ্যা সম্বল করে যিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ চিনিয়েছিলেন, মহাভারত রামায়ণের গল্প বলতেন, সুফি সাধকের দরগায় মোমবাতি পাঠাতেন যাঁর ঈশ্বর আরাধনার বাসন-কোসন ও পরিচ্ছন্নতার কাজটি করতো জরিনা বেগম।

যেতে যেতে পেছন ফিরে এক সময় দেখা যায়। কেউ নেই, কেউ থাকে না। এমনকি আসা যাওয়ার প্রতীকি পোশাকও অকৃত্রিম আর আদিম। জন্মদিনের পোশাকে আসা মানুষ শেষ যাত্রায়ও কি তাই নয়? তাই আমি শোক নয়, মায়ের আনন্দ উজ্বল সুন্দর মূহূর্তগুলো মনে রাখতে চাই। এমন প্রত্যয় অথবা অঙ্গীকার করেও দেখি ঝাপসা হয়ে আসছে বৃক্ষরাজি। হঠাৎ অদৃশ্য ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছে আলনায় রাখা মায়ের শাড়ীটি। মায়ের রেখে যাওয়া চশমার কাচেও দেখি না কিছু। এ-অশ্রু কি আনন্দের না বিষাদের?

তাই আমি নিশ্চিত বিকল্প ও উত্তরহীন এক শোক গাঁথার নাম মাতৃবিদায়।

পূনশ্চ : দেশের অজস্র কাগজ ও মিডিয়ার পাশাপাশি বাংলা সিডনি ডট কম সিডনিবাসী বাংলা ডটকম. প্রিয় অষ্ট্রেলিয়া ডটকম. বাসভূমি ও অন্যান্য মিডিয়াকে আমাদের কৃতজ্ঞতা, আমাদের মায়ের মৃত্যুতে এঁদের দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা মনে করিয়ে দিয়েছে আমরা একা নই। এখনো ভালোবাসা আর সহমর্মিতার হাত স্পর্শ করে শোকাতুর কাঁধ। এখনো আমরা প্রীতি ও শুভেচ্ছার ফ্রেমে বন্দী বাঙালি।